পদার্থবিজ্ঞানে সুবর্ণের আবিষ্কার গুলো

তানভীর আহম্মদ, বগুড়া সুবর্ণ আইজ্যাক গণিত ও বিজ্ঞান ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা

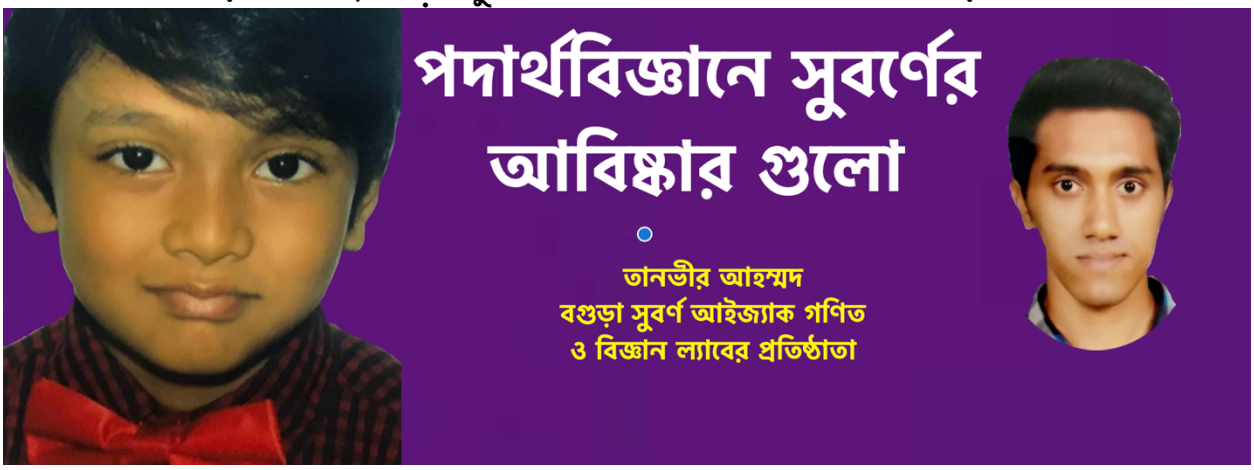

সুবর্ণ আইজ্যাক বারী! নামটা অবাক করার মত। এই আইজ্যাক টা শুনে আপনার বোঝার কথা সেও আইজ্যাক নিউটনের মতই একজন কেউ। চ্যানেল ২৪ এর সাথে তার সাক্ষাত্কারে, অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান, যিনি তার নাম আইজ্যাক রেখেছেন , বলেন বিশ্ব নিউটনের পর গত ৪০০ বছরে এই ধরনের গণিতের প্রতিভা দেখেনি।

সুবর্ণ ছোট্ট একটা শিশু। তার বাবার বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এ। তার জন্ম আমেরিকায়। সে দেখতে শিশুর মত হলেও তার বুদ্ধি শিশুর মত না। বরং একজন বিজ্ঞানীর মত। যে বয়স এ তার মাঠে খেলার কথা,ভিডিও গেম খেলার কথা অথবা টিভিতে কার্টুন দেখার কথা সে বয়স এ সে সমাধান করতেছে কঠিন কঠিন গণিত। খাতা কলম নিয়ে বিশ্লেষণ করতেছে পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র। ২ বছর বয়সে কেউ যদি কমলা লেবু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাহলে ভাবুন সে কতটা এগিয়ে যেতে পারে। ২ বছর বয়সে কেউ যদি কমলা লেবু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাহলে ভাবুন সে কতটা এগিয়ে যেতে পারে। অনেক শিশু ২ বছর বয়সে কথা বলে না! নীচে তার আবিষ্কারের তালিকা:

1. তিন বছর বয়সে (২০১৫ সালে) তিনি ণ তম ফিবোনাসি নাম্বার খুঁজে বের করার জন্য তিনি দ্রুততম অ্যালগারিথ আবিষ্কার করেছিলেন।

2. টোপোলজি গণিতের সবচেয়ে কঠিন শাখা। চার বছর বয়সে (২০১৬ সালে) তিনি টোপোলজিকাল স্পেসের নতুন প্রমাণ আবিষ্কার করেছিলেন।

3. ৫ বছর বয়সে (২০১৭ সালে) তিনি ব্ল্যাকহোলের নতুন গণিত আবিষ্কার করেন

4. ছয় বছর বয়সে (২০১৮ সালে) তিনি ইন্টারফেরোমিটারের জন্য নতুন গণিত আবিষ্কার করেন যা আলোর গতির অন্বেষণে বিজ্ঞানের নতুন দরজা খুলে দেবে

যখন সে গণিত সমাধান করে, আমিও অবাক হই । আমি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেও অনেক গণিত সমাধান করতে পারিনা অথচ সে সেসব খুব সহজেই করতেছে। তার এই অবদান তার বাবার। তিনি সবসময় তাকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তার যেন পড়াশোনার কোনো ক্ষতি না হয় সে জন্যে তার সাফল্য অর্জন করার আগে পর্যন্ত টেলিভিশন কিনেন নি।

তার স্বপ্ন বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে যেন এমন সুবর্ণ হয়। সে জন্য বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন বেশ কয়েক টি বিজ্ঞান ও গণিত ক্লাব ও ল্যাব। সব কটি সুবর্ণর এর নামে। যার মাধ্যমে শিশুরা উৎসাহ নিয়ে পড়া লেখা করতে পারে। ছোট্ট এই শিশুর মেধা আল্লাহ্ প্রদত্ত!

সুবর্ণ আল্লহর কোনো নিয়ামত। তার মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ সে পেয়েছে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি যা প্রথম কোনো বাংলাদেশী অর্জন করেছে। রাণী এলিজাবেথ, জর্জ বুশ তৎকালীন বিশ্বের সব চেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এর কাছে থেকে স্বীকৃতি ও চিঠিও পেয়েছে। এত কম বয়সে এত কিছু অর্জন বিশ্বে বিরল! এ যেন স্বপ্নের মত। সে আমাদের গর্ব।

সুবর্ণ হাজার হাজার শিশুর অনুপ্রেরণা। সব থেকে বড় অবাক করা খবর হলো সে ছয় বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার পেতে যাচ্ছে! কিন্তু যারা তার কাজ জানে তারা বলবে, সে নোবেল পুরস্কার না পেলেই বা কি কারন সে নোবেলের চেয়ে বড়?

আল্লাহর রহমতে সে নোবেল বিজয়ী হবে ইনশআল্লাহ। সে হোক বাংলাদেশের প্রতিনিধি। বিশ্বের সামনে উচুঁ করে ধরবে এদেশ কে। তার মাধ্যমে এগিয়ে চলুক দেশের বিজ্ঞান ও গণিত ক্লাব গুলো। তার নোবেল অর্জনের জন্য দোয়া করবেন। সে জ্বলে ওঠা নক্ষত্র।

লেখক: তানভীর আহম্মদ, তানভীর আহম্মদ, বগুড়ার সুবর্ণ আইজ্যাক গণিত ও বিজ্ঞান ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা, ahammad.tanvir17@gmail.com